দৈনিক ইত্তেফাক

৩১

তারিখ ... 27 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

গাজীপুরে ৪ বছরে এক ডজন কলেজ, তবু-

গাজীপুর সংবাদদাতা ॥ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভর্তি সমস্যা নিরসনে গাজীপুর জেলায় বিগত ৪ বছরে ১২টি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চলতি '৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৪টি নূতন কলেজ। এই নিয়া গাজীপুরে মোট কলেজের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৪। এ ছাড়াও সরকারের নূতন নীতিমালা অনুসারে দুইটি অগ্রসরমান বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী খোলার প্রস্তুতি শুরু হইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত এই কলেজের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে এবং শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়াও পুরাদমে শুরু হইয়াছে। অচিরেই এই কলেজগুলিতে ক্লাস শুরু হইবে বলিয়া কলেজ কমিটি আশা করিতেছে।

নব প্রতিষ্ঠিত এই কলেজগুলির মধ্যে রহিয়াছে কালিয়াকৈরে বড়ই বাড়ী হাইস্কুল সংলগ্ন শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ ও এই থানার উত্তরাংশে ফুলবাড়ীয়া

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

গাজীপুরে ৪ বছরে

(৩য় পৃঃ পর)

আক্কেল আলী হাইস্কুল সংলগ্ন ফুলবাড়ীয়া কলেজ, গাজীপুর সদরের বিসিক শিল্প নগরীর নিকটে কোনাবাড়ী কলেজ ও কাপাসিয়া থানা সদরে কাপাসিয়া মহিলা কলেজ। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি সমস্যা নিরসনে সরকারের নূতন নীতিমালা অনুসারে গাজীপুর পৌর এলাকার হাড়িনাল উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। সদরের বৃহত্তম চান্দনা উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী খোলার প্রস্তুতি চলিতেছে। টঙ্গী পাইলট হাইস্কুলে পূর্ব হইতে দ্বাদশ শ্রেণী চালু রহিয়াছে। নব প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিসহ জেলার ১২টি কলেজে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাইবে। এই কলেজগুলির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম,এ মান্নানের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত গাজীপুর মহিলা কলেজে ইতিমধ্যেই অবকাঠামোগত ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত কলেজে দ্বিতল বিল্ডিং, সুপরিসর শ্রেণী কক্ষ, বাউণ্ডারী দেওয়াল নির্মাণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। তরুণ শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত কলেজটি ইতিমধ্যে স্থানীয় জনমনে এবং অভিভাবকদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু কলেজগুলিতে অর্থনৈতিক দৈন্য, শ্রেণী কক্ষ, আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বই পুস্তকের অভাব রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় বেতন ভাতা ও সরকারী মঞ্জুরীর অভাবে ভাল শিক্ষকরা অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করিতেছেন। তবে ১২টি কলেজের মধ্যে অধিকাংশই ইতিমধ্যে সরকারী মঞ্জুরি লাভ করিয়াছে। কোন কোনটিতে সরকারীভাবে শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করা হইতেছে। নূতন এই কলেজগুলিতে কয়েকটিতে এইচ এস,সি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই কলেজগুলি হইতেছে গাজীপুর সদরের মহিলা কলেজ, চতর এলাকায় গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কলেজ, পুবাইল কলেজ, শ্রীপুর থানায় আবদুল আউয়াল কলেজ, আবদার, মাওনা পিয়ার আলী কলেজ, মিজানুর রহমান মহিলা কলেজ, রাজাবাড়ী ধলাদি কলেজ, রাজেন্দ্রপুর টিপু সুলতান কলেজ। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ও যাতায়াতের উত্তম স্থানে এই কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত হইলেও ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির চাপ জেলার ২টি সরকারী কলেজে ও একটি বেসরকারী কলেজেই বেশী লক্ষ্য করা যায়। বেসরকারী কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য কলেজগুলিতে সরকারী অনুমোদন প্রদান, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুযোগ্য দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ উন্নত শ্রেণীকক্ষ, প্রয়োজনীয় পুস্তক সম্বলিত পাঠাগার, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ গবেষণাগার, খেলার মাঠ, খেলাধুলার বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রয়োজন।

গাজীপুরে ২৪টি সরকারী ও বেসরকারী কলেজের মধ্যে অর্ধেক কলেজে ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনার সুযোগ রহিয়াছে। এই কলেজগুলিতে ডিগ্রী পর্যায়ের প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। কিন্তু ডিগ্রী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়ার জন্য গাজীপুরে কোন ব্যবস্থা না থাকায় খুব সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঢাকা ও বিভিন্ন স্থানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাইয়া থাকে। ফলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বেকার জীবন যাপন করিতেছে। বিগত সরকারের আমলে ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরের ঘোষণা ও প্রক্রিয়া শুরু করা সত্ত্বেও তাহা এখনো কার্যকর হয় নাই।